চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ৩০.১২.২০২৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল খনন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে : মেয়র শাহাদাত

চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল খনন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বিধায় জলাবদ্ধতা নিরসণে সবগুলো খাল খনন করে জলপ্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন সিটি মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন।সোমবার নগরীর ৪০নং উত্তর পতেঙ্গা ওয়ার্ডস্থ পূর্ব কাঠগড় আরব আলির দোকান থেকে কন্ট্রোলের মোড় পর্যন্ত গুপ্তখাল পুনঃখননের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের অনেক সমস্যা আছে, অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে "জলাবদ্ধতা"। জলাবদ্ধতার কারণে বৃষ্টি বেশি হলে মানুষ বের হতে পারে না। জলমগ্ন থাকে শহর। মানুষ খুব অসহায় অবস্থায় থাকে।"সিডিএ'র প্রকল্প এবং স্লুইস গেইট নির্মাণ করার প্রেক্ষিতে গুপ্ত খালটা ভরাট হয়ে গেছে। এই খালটাকে এখন আমাদের পুনরুদ্ধার করতে হবে।গুপ্তখালের যে সমস্যাগুলো আপনারা বলেছেন আমি লিখে নিয়েছি ক্রমান্বয়ে ইনশাআল্লাহ আপনাদের এই সমস্যাগুলো সমাধান করা হবে। আমাদের এই খাল খনন কর্মসূচি এটা বিএনপির কর্মসূচি। একসময় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কৃষকের আইলে আইলে, শ্রমিকের বস্তিতে বস্তিতে উনি গেছেন। উৎপাদনমুখী রাজনীতি করেছেন উনি। যার কারণে উনার সময়ে গার্মেন্টস সেক্টর, মানব সম্পদ পাশাপাশি কৃষি খাতের বিকাশ ঘটেছে। উনি গ্রামেগঞ্জে গিয়ে খাল খনন কর্মসূচি করেছেন। চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল খনন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বিধায় জলাবদ্ধতা নিরসণে সবগুলো খাল খনন করে জলপ্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।"

চট্টগ্রামের উন্নয়নে দূর্নীতি বন্ধ প্রয়োজন করা প্রয়োজন মন্তব্য করে মেয়র বলেন,গত ১৬ বছর কী পরিমাণ দূর্নীতি হয়েছে দেখেন। খাল খননের কাজটি করার কথা ছিল সিটি কর্পোরেশনের। কিন্তু সিডিএ কাজটি নিয়ে নিয়েছে। আবার কাজ শেষ হলে কিন্তু এটা বুঝিয়ে দিবে কাকে? সিটি কর্পোরেশনকে। তারা প্রায় ৩২ টার মত স্লুইস গেট করেছে। এগুলো কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অনেক বেশি। এটা কিন্তু সিটি কর্পোরেশনকে করতে হবে। বর্ষাকালে আমরা বলছি ওনাদেরকে স্লুইস গেটগুলো খুলে দিতে। স্লুইস গেট এখন বন্ধ আছে। খুলে না দিলে জলাবদ্ধতা বাড়বে। আর আমরা এখন খাল খনন কর্মসূচির উপর জোর দিচ্ছি কারণ সামনে বর্ষাকাল। আমরা যত বেশি খাল খনন করতে পারব জলাবদ্ধতা তত কম হবে। সিডিএ'র জলাবদ্ধতা প্রকল্প ২০২৬ সালে শেষ হবে। আমরা মনে করি এই দুই বছর আমাদের জন্য একটু ক্রিটিক্যাল টাইম। এই দুই বছর আমরা যত বেশি পারি খাল খনন করব আর নর্দমা পরিষ্কার রাখবো। আমরা কোন ধরনের প্লাস্টিকের বোতল, পলিথিন, কর্কশিটসহ অপচনশীল জিনিস খাল-নালায় ফেলবনা। ফেললে জলাবদ্ধতা হবে।" মেয়র বলেন, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম আমরা সফট ওপেনিং করে দিয়েছি। এখানে আলোকায়ন করেছি, বনায়ন করেছি, নারীদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা করেছি। পার্কিং এর সমস্যা পার্কিং এর ব্যবস্থা করে দিব। রেস্টুরেন্ট করে দিব সুন্দর করে। অনেকে বাহিরে থেকে এসে যাতে থাকতে পারে সেজন্য ইকো রিসোর্স এখানে থাকবে। এখানে একটা আন্তর্জাতিক মানের বিনোদন কেন্দ্র আমরা করবো। যাতে করে আমাদের ছেলেরা যারা চাকরি পাচ্ছে না, তাদেরও চাকরির সংস্থান এখানে ইনশাল্লাহ হবে। একটা সুন্দর প্ল্যান নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। এই প্ল্যান যাতে সুন্দর মতে আমি বাস্তবায়ন করতে পারি সেজন্য আপনারা আমার সাথে থাকবেন। আমি মনে করি এই শহরটা আমার এক শহর নয়। এই শহর আপনাদের সবার। কাজেই এই শহরকে আপনাদেরকে ভালোবাসতে হবে। এই শহরের জন্য, নতুন প্রজন্মের জন্য আপনাদেরকে একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন সিটি আপনাদেরকে উপহার দিতে হবে।সভার পর মেয়র খাল খনন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীদের হাজিরা যাচাই করেন। এসময় মেয়রের সাথে ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম,ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ) সহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। গুপ্ত খাল পুনঃখননের কার্যক্রম উপলক্ষে আয়োজিত সভায় পতেঙ্গা হালিশহর আঞ্চলিক শ্রমিক দলের সভাপতি মোহাম্মদ আবু জাফরের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন কামাল উদ্দিন, মোঃ সেলিম, আবু জাফর, মোঃ হারুন, শাহাবুদ্দিন, ইকবাল হোসেনসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

চসিকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়ন করবঃ মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং কার্যক্রম চালু এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান খারাপ ফলাফল করছে সেগুলোর শিক্ষকদের সাথে সভা করার ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ৪৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের বার্ষিক পরীক্ষার অনলাইনে ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে মত বিনিময় সভা চসিক পাবলিক লাইব্রেরী'র সম্মেলন কক্ষ, লালদিঘীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ কার্যক্রমের ফলে শিক্ষার্থীরা eduonlineresult.com ঠিকানায় গিয়ে ইউজার আইডি দিয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বা অনলাইনে ফলাফল জানতে পারবেন। ইউজার আইডির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক ফলাফল দেখতে পারবেন। সভায় মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং কার্যক্রম এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান খারাপ ফলাফল করছে সেগুলোর শিক্ষকদের সাথে সভা করব। মেয়র কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্বল ফলাফল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সমস্যার কারণ চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানান। তিনি বলেন, "আমরা শিক্ষকদের সাথে পৃথকভাবে বসে এই সমস্যাগুলো সমাধানের পথ খুঁজবো এবং আগামী বছর ফলাফল ভালো করতে সক্ষম হবো।" শিক্ষকদের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, "একজন শিক্ষক তখনই সার্থক হন, যখন তার ছাত্র বড় কোনো পদে উন্নীত হয় এবং সম্মানের সাথে তার নাম উচ্চারণ করে।"কিশোর গ্যাং এবং ছাত্রদের মনোভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মেয়র বলেন, "ছাত্রদের সঠিক পথে রাখার জন্য সাইকোলজিস্ট এবং চাইল্ড স্পেশালিস্টদের সেবা প্রয়োজন। আমরা প্রতিটি স্কুলে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিংয়ের পরিকল্পনা করছি।" এছাড়া তিনি খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং বলেন, "৪১টি ওয়ার্ডে ৪১টি খেলার মাঠ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খেলাধুলা ছাড়া শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন অসম্ভব।"মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পর তিনি দেখতে পেয়েছেন, কিছু প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত উন্নত হলেও প্রচারের অভাবে সেখানে ছাত্র সংখ্যা কম। এ বিষয়ে তিনি প্রচারণার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনার কথা জানান। একইসাথে তিনি জানান, শহরের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন এবং অবকাঠামোগত সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।

শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে মেয়র বলেন, "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এবং এটি নিশ্চিত করা আমাদের মৌলিক দায়িত্ব।" তিনি জানান, শিক্ষায় বিনিয়োগ শুধুমাত্র অর্থ ব্যয় নয় বরং এটি মৌলিক অধিকার রক্ষার একটি অঙ্গীকার। শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি এবং উন্নত অবকাঠামো নিশ্চিত করার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত পরিবেশে পরিণত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।"আমরা প্রতিটি স্কুলকে এমনভাবে সাজাবো যাতে সেগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।" অপর্ণাচরণ স্কুলের উন্নয়ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, সেখানে একটি থ্রিডি ভিশনের ভিত্তিতে বাগান, পরিষ্কার পরিবেশ এবং টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সব স্কুলে এ ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, শিক্ষা কর্মকর্তা মোছাম্মৎ রাশেদা আক্তারসহ চসিকের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮